ভোরের কাগজ

MAY 28 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি যে দুঃসাহসিক অভিযান চালাচ্ছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। যদিও অনেকের চোখে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এতো কঠোরতা ভালো লাগে না। এ পৃথিবীতে ভালো কাজের সমালোচনা হয় বেশি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরা সবাই স্বাধীন হয়ে গেছি সর্বকাজে। কারও কোনো কাজে খবরদারি করতে পারবে না ভাবখানা যেন এমন।

স্বাধীনতার পর সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ছাত্র ও এসএসসি পাস করে এইচএসসি ও ডিগ্রি পাস সার্টিফিকেট নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে চাকরিরত অবস্থায় ছড়িয়ে আছেন। সেই ধারা কমবেশি আজ পর্যন্ত চালু ছিল। হঠাৎ করে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রুদ্রমূর্তি ধারণ করায় সেই সমস্ত সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অভিভাবক ও তাদের সন্তানদের চোখ কপালে উঠে গেছে।

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যগুলো আমাদের আশ্বস্ত করে এসেছে। তিনি শুরু থেকেই বলে আসছেন শিক্ষকের জন্য ছাত্রদের নকলের প্রবণতা বাড়ে। যা তিনি নিজে এবারের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ঝটিকা সফরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। নকল বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ টিভিসহ প্রচার মাধ্যমে জনসচেতনতা জাগানো হয়েছে। তাতে করে স্পষ্টভাবে শাস্তির কথা বলে হয়েছে। যে শিক্ষক নকল করায় সাহায্য করছেন তারও শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। ১৯ মে দৈনিক জনকণ্ঠে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের এক অধ্যাপক অভিযোগ করছেন শিক্ষক সমাজ কলুষিত নয়, হাজারে দুএকজন দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে। একজন শিক্ষক টিভিতে নকল পাচারের অভিনয় করায় শিক্ষক সমাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন অভিনয় চিরদিনই অভিনয়ই। মহাপুরুষ নিয়ে অবদি অভিনয় হয়, তবে শিক্ষক সমাজ নিশ্চয় মহাপুরুষের উর্ধ্বে নয় যে তাদের নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না।

১৯ মে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ, মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নেত্রকোনায় ঝটিকা সফর করায় পরীক্ষা কেন্দ্রের হল রুম থেকে স্তূপীকৃত নকল বের করা হয়। কাপাসিয়া কেন্দ্রে একই ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে ওই অধ্যাপক কি জবাব দেবেন? যে কেন্দ্রে এ ধরনের নকল হয়, সে কেন্দ্রের শিক্ষক বরখাস্ত ও কেন্দ্র বাতিল করে দেওয়া উচিত। কোনো ইনভিজিলেটর মনেপ্রাণে চাইলে তার রুমে কোনো পরীক্ষার্থীর কোনো অবস্থায় নকল করা সম্ভব নয়।

শিক্ষক সমাজের অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। যে শিক্ষক ছাত্রকে নকল করায় সাহায্য করেন তিনি অবশ্যই নকল করে সার্টিফিকেট নিয়েছেন। শিক্ষক সমাজের অবক্ষয় সম্পর্কে ৩১ মার্চ ভোরের কাগজে লিখেছিলাম। দলমত নির্বিশেষে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো উচিত তার এই বলিষ্ঠ ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। নকল করে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিচ্ছে এই সমস্ত যুবক-যুবতী দেশ ও জাতির জন্য কতোটুকু মঙ্গল বয়ে আনতে পারবে? এই ঘুনে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে হলে মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সকলের একমত পোষণ করতে হবে। আমাদের সবার একটা কথা মনে রাখতে হবে, দেশ ও সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে প্রতিটা ছাত্রছাত্রী যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

আজ বড়োই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা যখন ফেল করে, বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের উপরের ক্লাসে তুলে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। আমার জানামতে, একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর বাবা-মা শিক্ষক-শিক্ষিকা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেকে অন্য জেলায় স্পর্শকাতর সেন্টারে পরীক্ষা দেওয়াচ্ছেন। তাতেই বোঝা যায়, আমাদের শিক্ষক সমাজের অবক্ষয় কতো নিচে নেমে গেছে। একজন প্রাইমারি শিক্ষক ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়ে থাকেন লোকমুখে শোনা যায়।

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে সবিনয় অনুরোধ করছি শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার খাতার মতো চাকরির ইন্টারভিউর খাতগুলো দেখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর ও ইন্টারভিউয়ের নম্বর যোগ করে মেধা ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। ভাইভা নামক প্রহসন পরীক্ষাটি বাতিল করা প্রয়োজন। তাতে করে মধ্যপন্থীরা আর অবৈধ সুযোগ নিতে পারবে না। সরকারি বেসরকারি হাইস্কুল ও কলেজে একই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। যেহেতু সরকারি অনুদান শিক্ষকগণ গ্রহণ করে থাকেন। সমস্ত পরীক্ষার গড় নাম্বার ৪৫% না হলে কোনো অবস্থায় শিক্ষকতার জন্য প্রার্থী হতে পারবে না। এই আইনগুলো চালু করা প্রয়োজন। যে সমস্ত শিক্ষক সরকারি অনুদান গ্রহণ করেন আইন করে তাদের প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করা প্রয়োজন। এখন আর কোনো স্কুলেই পরিদর্শক যেতে দেখা যায় না। কাজেই বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়ে তর্কের জন্য তর্ক না করে, ঘুনে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য, 'আসুন দলমত নির্বিশেষে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাই'।

প্রতাপ চন্দ্র সরকার
বড় বাজার,
ময়মনসিংহ।